ইনকিলাব

14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ...

নতুন এটর্নি জেনারেল হিসেবে মাহবুবে আলমের যোগদান

স্টাফ রিপোর্টার

সুপ্রিম কোর্ট বারের সিনিয়র এডভোকেট মাহবুবে আলমকে বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল নিয়োগ করা হয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাকে এ নিয়োগ দেন। এডভোকেট মাহবুবে আলম দুপুর ২টায় নিয়োগপত্র হাতে পান। নবনিযুক্ত এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম গতকালই এটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে যোগদান করেন। যোগদান শেষে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ স্বাধীন করেছি। সেই চেতনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমি প্রজাতন্ত্রের এটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পৃঃ ৫ কঃ ৩

এটর্নি জেনারেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পালন করবো। এ জন্য সবার সহযোগিতা চাই। তিনি বলেন, আমার চেষ্টা থাকবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটের হাত থেকে রক্ষা এবং পাচারকৃত অর্থ যাতে আইনগত প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনা যায়। মাহবুবে আলম বলেন, ইনডেমনিটি করে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার বিলম্বিত করা হয়েছিলো। ১৯৯৬ সালে ইনডেমনিটি বাতিল করে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও এ মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। আপিল বিভাগের বিচারপতি সংকটের কারণে এ মামলার শুনানি করা যাচ্ছে না। আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটর্নি জেনারেল হিসেবে আমার প্রথম কাজ হবে অদক্ষ, অনভিজ্ঞ আইন কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করা। তবে নির্দলীয়, অভিজ্ঞ ও দক্ষ আইন কর্মকর্তাদের আমরা মূল্যায়ন করবো। 'অতীতে চারদলীয় সরকারামলে সুপ্রিম কোর্ট বারের পক্ষ থেকে তৎকালীন, এটর্নি জেনারেলের বিরুদ্ধে দলীয়করণ, পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ উঠেছিলো। একই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পেয়ে আপনি কিভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন?' এ প্রশ্নের জবাবে নবনিযুক্ত এটর্নি জেনারেল বলেন, আশা করছি আমার কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। কারও বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করা হবে কি না এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়।

প্রসঙ্গত: এডভোকেট মাহবুবে আলম ১৯৩৯ সালের ১৭ জানুয়ারি মুন্সিগঞ্জ লৌহগঞ্জ থানার মৌছামান্দ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ওয়াজেউদ্দিন আহমেদ, মাতা নাম মতিজান বিবি। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স এবং ১৯৬৯ সালে লোকপ্রশাসনে এমএ পাস করেন। ১৯৭২ সালে সিটি ল' কলেজ থেকে এলএলবি সম্পন্ন করেন। তিনি আইন পেশার সনদ লাভ করেন ১৯৭৩ সালে। ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ পান একই বছর। হাইকোর্ট বিভাগে আইন পেশার সনদ পান ১৯৭৫ সালের ৩০ জানুয়ারি। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ পান একই বছর। আপিল বিভাগের সনদ লাভ করেন ১৯৮০ সালে। আপিল বিভাগের সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে সনদ পান ১৯৯৮ সালে।

তিনি ১৯৯৮ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে ২০০১ সালের ৪ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সুপ্রিম কোর্ট বারের সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৯৩-১৯৯৪ সাল মেয়াদে। বার কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০০৪-২০০৭ সাল মেয়াদে। সর্বশেষ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন ২০০৫-২০০৬ সাল মেয়াদে। এসময় তার নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ... বিরুদ্ধে ... আইনজীবীদের তুমুল